নিউজলেটার
আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
১ মে, ২০২৫
বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটি -বিসিডব্লিউএস

মে দিবস, যা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবেও পরিচিত, প্রতি বছর ১ মে তারিখে পালিত হয়ে আসছে। এই দিবসটি কেন সারা বিশ্বে পালিত হয় তার একটি বিরাট ইতিহাস আছে। ইতিহাসের শুরু ১৯ শতকের শেষের দিকে, যখন ১৮৮৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক বিশাল শ্রমিক দল ন্যায্য মজুরির দাবিতে এবং দীর্ঘ কর্মঘণ্টা কমিয়ে আট ঘন্টা কর্মঘন্টা আনার দাবি জানায়। সেই দিন ৩ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটের মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৮৮৬ সালের ৪ মে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে হে-মার্কেটের কাছে দৈনিক কর্মঘণ্টা ১২ ঘন্টা থেকে আট ঘন্টায় সীমাবদ্ধ করার দাবিতে আয়োজিত এক বিক্ষোভে পুলিশ গুলি চালালে ১০ জন শ্রমিক নিহত হয়। এই বিক্ষোভ এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে, অবশেষে শ্রমিকদের আট ঘন্টা কর্মঘণ্টার দাবি স্বীকৃতি পায়। তারপর থেকে শ্রম অধিকার অরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের আত্মত্যাগের স্মরণে সংহতি প্রকাশের মাধ্যমে ১ মে তারিখকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, র‍্যালী এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটি পালন করে। বাংলাদেশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই দিবসটি পালন করে মানববন্ধন, গণসমাবেশ, শ্রমিকদের দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন এবং সামাজিক যোগাযোগে প্রচারণার মাধ্যমে। সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, শ্রমিক অধিকার সংগঠন এবং সাধারণ কারখানার শ্রমিকরা এই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ যেখানে বিশ্বব্যাপী ৪.২ মিলিয়নেরও বেশি শ্রমিক রয়েছে। তবুও, এই খাতটি অনেক তদন্ত এবং সমালোচনার সম্মুখীন। কম মজুরি, লিঙ্গ-ভিত্তিক হয়রানি, দুর্বল নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি, কম বায়ুচলাচল এবং শীতলীকরণ ব্যবস্থার অভাবের কারণে কারখানার অভ্যন্তরে অতিরিক্ত তাপ, ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই এবং কালো তালিকাভুক্তকরণ, ইউনিয়ন গঠনে বাঁধা - এগুলো আমাদের পোশাক খাতে বিদ্যমান বাধা। সম্প্রতি, শ্রম সংস্কার ও নারী সংস্কার কমিশনগুলি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে প্রতি ৩ বছর পর পর পর্যালোচনা করে ন্যায্য মজুরি অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে; নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা; কর্মচারীর কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান; হয়রানি বিরোধী কমিটি এবং ডে কেয়ার সুবিধা কার্যকর করা। মে দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, একটি দেশের শ্রমশক্তির হাতেই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উচ্চমানের দিকে নিয়ে যাওয়ার মূল চাবিকাঠি এবং তাই, শ্রমিকদের সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিতে এবং সমাজে তাদের ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সকলের সংহতি (একতাবদ্ধ) প্রকাশ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষ্যে বিসিডব্লিউএস এর প্রতিপাদ্য:

অটোমেশনের যুগ! শ্রমিক-মালিকের ঐক্যের মাধ্যমে সামাজিক ও জলবায়ু ন্যায়বিচার, ন্যায্য মজুরী, সমতা ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত কর

BCWS উদ্যোগ - শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর শক্তিশালীকরণ:

BCWS হল একটি অধিকার-ভিত্তিক শ্রম প্রতিষ্ঠান যা ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশে মর্যাদার সাথে চাকরির জন্য লড়াই করছে। এর উদ্দেশ্য হল উপযুক্ত কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠা ও পোশাক কারখানার শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন এবং সহায়তা করা এবং শ্রম অধিকারের প্রতি অধিকতর সম্মানের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থন করা।

BCWS-এর প্রধান উদ্যোগগুলো হলো -

- **শ্রম অধিকার-সম্পর্কিত প্রোগ্রাম** - BCWS শ্রম আইন এবং শ্রম বিধি সম্পর্কে জ্ঞান সমৃদ্ধ করার জন্য পোশাক শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এই প্রশিক্ষণগুলি শ্রমিকদের তাদের আইনি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করে।
- **কার্যকর নেতৃত্ব কর্মসূচি:** BCWS কারখানার শ্রমিকদের নেতৃত্বের দক্ষতাং সক্ষম করে তোলে যাতে তারা অন্যায় সম্পর্কে বুঝতে পারে এবং তাদের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যেকোনো বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের আওয়াজ তুলতে পারে।
- **জলবায়ু-ন্যায়বিচার কর্মসূচি:** জলবায়ুর প্রতিকূল প্রভাব সম্পর্কে শ্রমিকদের অবগত করা এবং প্রশমন কৌশল মোকাবেলা করা।
- **SRHR প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:** BCWS RMG এবং সম্প্রদায় নারীদের SRHR ধারণা সম্পর্কে শিক্ষিত করছে যাতে তারা প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ মাতৃত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়।
- **GBVH প্রোগ্রাম:** সকল স্তরে সহিংসতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর বিষয়ে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ডায়ালগ প্রোগ্রাম: শ্রমঅধিকার উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা।
- **অ্যাডভোকেসী ও প্রচারণা:** প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতি সংস্কারের জন্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করা। আন্তঃদেশীয় প্ল্যাটফর্মউভয় ক্ষেত্রেই প্রচারণা কার্যক্রম করা।

সুপারিশসমূহ:

- সকল পোশাক কারখানার শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মজুরি অন্তর্ভুক্তকরন।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন এ কর্মস্থলে দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্তকরন, আইএলও কনভেনশন ১২১, ১৮৯ এবং ১৯০ অনুসারে শ্রম আইন এ সংশোধন।
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রম আদালতের কাজ দ্রুততমকরণ।
- শ্রম অধিকার, জলবায়ু ন্যায়বিচার, ন্যায্য মজুরি, ইউনিয়ন গঠন নিশ্চিত করার জন্য ব্র্যান্ডগুলিকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।
- অ্যান্টি-হ্যারাজমেন্ট কমিটি এবং ডে কেয়ার এর সুষ্ঠ বাস্তবায়ন।
- ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং ২ সপ্তাহের পিতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করন।
- শ্রমিক সংগঠনের অধিকার রক্ষা করা; ইউনিয়ন গঠনে বাঁধা প্রতিরোধ করা এবং শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্ত করা বন্ধ করা।
- ন্যায্য রূপান্তরের জন্য শ্রমিকদের আওয়াজ জোরদার করণ।
- সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় নারীদের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

নারী শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর শক্তিশালীকরণ